গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ২০ জুন ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বিদ্যুৎ বিল বয়কট করুন

- হাইকোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে অভিন্ন মাশুল নীতির প্রয়োগ বন্ধ রাখতে বলা সত্ত্বেও অভিন্ন হারে সি-ই-এস-সি'তে ইউনিট প্রতি ২৫ পয়সা এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে ৫২ পয়সা বাড়ানো হয়েছে। রাজ্য সরকার মুখে অভিন্ন মাশুলের বিরোধিতা করছে, কিন্তু বর্তমান মাশুল বৃদ্ধির বিরোধিতা করছে না।
- অভিন্ন হারে মাশুল বৃদ্ধির ফলে গরিব-মধ্যবিত্ত এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি বাড়ছে।
- ভারতবর্ষের যে-কোন রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের দাম বেশী থাকা সত্ত্বেও দাম বাড়ান হচ্ছে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে।
- এক ইউনিট বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ ২০৪ পয়সা, কিন্তু গ্রাহকদের দিতে হচ্ছে গড়ে ৪১৫ পয়সা।
- এক ইউনিট বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ ২০৪ পয়সা কিন্তু রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ সি-ই-এস-সি'কে বিক্রি করছে ১৬০ পয়সা ইউনিট হিসাবে।
- সি-ই-এস-সি'র বর্তমানে কোন লোকসান না থাকা সত্ত্বেও দাম বাড়ছে।
- কোন লোকসান নেই, কিন্তু সি-ই-এস-সি বকেয়া রেখেছে ৯৯৬ কোটি টাকা। সি-ই-এস-সি বকেয়া মেটাচ্ছে না, অথচ দাম বাড়ানো হচ্ছে গ্রাহকদের।
- এর সাথে বাড়ানো হয়েছে সিকিউরিটি ডিপোজিট। ১৯৫৬ সালের ভারতীয় বিদ্যুৎ রুল ভঙ্গ করে কোটি কোটি টাকা আদায় করা হচ্ছে। প্রতি বছর এর ফলে মাশুল বাড়বে এবং সাথে সাথে সিকিউরিটির টাকাও বাড়বে।
- রাজ্য সরকার জনস্বার্থে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইনের ৩৯নং ধারা প্রয়োগ করে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে, কিন্তু করবে না।
- দাম বাড়ছে কিন্তু লোডশেডিং চলছেই। কারণ, পিক্ আওয়ার্স'-এর প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে না। প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর ৯০%-এর পরিবর্তে ৬৮% রাখা হয়েছে মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে। এ ব্যাপারে সরকার নিশ্চুপ।
- সরকারের ঘুম ভাঙাতে আর্থিক অবরোধ করুন — বিল বয়কট করুন।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কেন বেশি দাম দেবে ?

বিদ্যুতের দামের তুলনামূলক চিত্র

রাজ্য	গৃহস্থ ১০০ ইউনিট	বাণিজ্যিক ১০০ ইউনিট	ক্ষুদ্র শিল্প ১০০০ ইউনিট	রাজ্য	গৃহস্থ ১০০ ইউনিট	বাণিজ্যিক ১০০ ইউনিট	ক্ষুদ্র শিল্প ১০০০ ইউনিট
দিল্লী	১৫০.০০	৪৪০.০০	৪১০০.০০	তামিলনাড়ু	১৯০.০০	৫৩০.০০	৪১৭৫.০০
পাঞ্জাব	১৭৯.০০	—	২৯০০.০০	কর্ণাটক	২০৪.৫০	৪৭২.০০	৪৫.০০ (প্রতি H.P. মাসিক)
মহারাষ্ট্র	২০৮.০০	২৫০.০০	২৪০০.০০				
আসাম	২৪০.০০	৪০৮.০০	২২০০.০০	গুজরাট	৭৩.০০	২০০.০০	২৩০০.০০
ওড়িশা	১৪০.০০	৩২০.০০	৩২০০.০০	কেরালা	১২৩.০০	৩২০.০০	২৭৫০.০০
অন্ধ্রপ্রদেশ	২১২.০০	৫২৭.০০	৩৮০০.০০	পশ্চিমবঙ্গ	২৫৩.২৫	৩৪০.০০	৩৬৪৫.০০
মধ্যপ্রদেশ	২০২.৫০	৪০০.০০	৩০০০.০০	সি-ই-এস-সি	২৭৪.৭০	৪৪০.৬০	৪২৮১.৬২

বর্তমানে বিদ্যুৎমাশুল যা দাঁড়াচ্ছে ➡ দুয়ের পাতায় দেখুন

সি পি এম ক্রিমিনাল বাহিনী দ্বারা এস ইউ সি আই কর্মীর ওপর নৃশংস হামলা, স্ত্রীকে ধর্ষণ

কুলতলির ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের অন্তর্গত উত্তর দেবীপুরে এস ইউ সি আই কর্মী নিতাই দাসের বাড়িতে গত ১২ জুন রাত তিনটা নাগাদ ১০/১২ জন সি পি এম ক্রিমিনাল হামলা চালায় এবং নিতাই দাসকে প্রচণ্ড প্রহার করে বেঁধে রেখে বাড়ির সবার সামনে তার স্ত্রী সন্ধ্যা দাসকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে গণধর্ষণ করে। তারপর নগ্ন অবস্থাতেই তাকে পুকুরে ফেলে দিয়ে চলে যায়। আহতরা যাতে চিকিৎসা না পায় বা পুলিশের কোন সাহায্য গ্রহণ না করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা নিতাই দাসের বাড়ি ঘিরে রাখে। এই ঘটনা জানার পর এলাকার মানুষ সি পি এম-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

সি পি এমের নির্লজ্জ মিথ্যাচার ও কুৎসা

এই জনরোষকে স্তিমিত করতে ও জনগণকে বিভ্রান্ত করতে সি পি এম নলগড়ার ১২নং সোনাটিকারির পারিবারিক বিবাদের জেরে একটি হত্যার ঘটনাকে রাজনৈতিক রঙ দিয়ে এস ইউ সি আই বিরোধী নির্লজ্জ মিথ্যা ও কুৎসা প্রচার শুরু করে।

গত ১৩ জুন কুলতলির নলগড়া অঞ্চলের ১২নং সোনাটিকারিতে ক্ষুদিরাম মণ্ডল তার স্ত্রী সোনালী মণ্ডলকে হত্যা করে। পরে আত্মঘাতী হওয়ার উদ্দেশ্যে বিষ পান করে। সমাজবিরোধীদের পাণ্ডা সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী সি পি এম নেতা কান্তি গাঙ্গুলির নির্দেশে ঐ এলাকার সি পি এম-এর লোকজন প্রচার করে যে ঐ খুন এস ইউ সি আই কর্মীরা করেছে। সংবাদ-মাধ্যমকেও তারা একইভাবে ঐ সংবাদ পরিবেশন করে।

পরে ১৪ জুন সকালে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) এস ইউ সি আই-এর রাজ্য কমিটির সদস্য ও বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকারকে জানান যে, নলগড়ার ঘটনাটির সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। পারিবারিক বিরোধের পরিণতিতেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর

সাতের পাতায় দেখুন

কুলতলিতে এস ইউ সি আই কর্মী ধর্ষণের প্রতিবাদে ১৩ জুন কলকাতায় পথ অবরোধ

১৬ জুন রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালিত

অন্য পাতায়

- প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরাজি পুনঃপ্রবর্তন—গণআন্দোলনের এক বিরাট সাফল্য
- মার্কিন ও ব্রিটিশ দখলদারদের বিরুদ্ধে ইরাকি দেশপ্রেমিকদের লড়াই অব্যাহত
- কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী'র মৃত্যুতে কমরেড নীহার মুখার্জীর শ্রদ্ধার্ঘ
- মুক্ত বাণিজ্য কি গরিবি দূর করে

পরিবহণের বর্ধিত ভাড়া বয়কট করুন

পরিবহণের বর্ধিত ভাড়া বয়কটের আহ্বান জানিয়ে এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৯ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

"রাজ্য সরকার পরিকল্পিতভাবেই ভাড়া নিয়ে যাত্রী ও বাসকর্মচারী বিরোধ সৃষ্টি করেছে, যাতে আন্দোলনের চাপে যতটুকু ভাড়া কমাতে বাধ্য হয়েছে, সেটাও কার্যকরী না হয়। সর্বশেষ ভাড়াবৃদ্ধির পর চার দফায় তিন টাকারও বেশি ডিজেলের দাম কমেছে, অথচ ভাড়া কমানো হয়েছে দূরত্ব অনুযায়ী পঁচিশ ও পঞ্চাশ পয়সা। দূরত্ব ও স্টেজ নিয়ে অনেক গরমিল রয়েছে এবং খুচরো পয়সারও সমস্যা আছে। এসব জেনেও সরকার এটা করেছে, যাতে ভাড়া কমানো হয়েছে এটা দেখানো যায়, আবার কম ভাড়া চালুও না করা যায়।

আমরা যাত্রীদের বর্ধিত ভাড়া বয়কট করার আবেদন জানাচ্ছি এবং দাবি করছি ঃ

১। বর্ধিত ভাড়া সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে এবং যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে হবে,

২। ১৫ এপ্রিলের পর যত বাড়তি ভাড়া আদায় হয়েছে, তা ফেরৎ নিয়ে যাত্রী কল্যাণ তহবিল গঠন করতে হবে,

৩। পরিবহণ কর্মীদের স্থায়ী কাজ, ন্যায্য মজুরি, পি-এফ, জীবনবীমার ব্যবস্থা করতে হবে,

৪। যন্ত্রাংশের দাম ও লাইসেন্স ফি কমাতে হবে।"

রাস্তা ও সেতু নির্মাণের দাবিতে
মন্দিরবাজারে অবরোধে দাবি আদায়

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মন্দিরবাজার দেউলার মোড় থেকে পোলের হাট মোড় পর্যন্ত ৮.৮ কিমি রাস্তা নির্মাণের কাজ ২০ বছর আগে ১৯৮৩ সালে শুরু হয়ে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ৭ কিমি রাস্তা নির্মাণ শেষ হয়। কিন্তু বাকি ১.৮ কিমি রাস্তার জন্য জমি অধিগ্রহণ আজও পর্যন্ত হয়নি। ঐ ৭ কিমি রাস্তা পাকা করার জন্য ১৯৯০-৯১ সালে ১,২৮,০০০ টাকা বরাদ্দ হয় এবং ২০০২ সালে ৮,০১,৫০৪ টাকা বরাদ্দ হয়। কিন্তু ঐ কাজ আজও পর্যন্ত না হওয়ায় এলাকার জনসাধারণের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ ছিল। তছাড়া দেউলার মোড় সংলগ্ন কাঠের সেতুটি ভেঙে পড়ে যাতায়াতের অযোগ্য হলেও তা মেরামতের কোন উদ্যোগ দীর্ঘদিন নেই জেলাপরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির। ৪ বছর আগে এই রাস্তা নির্মাণের দাবিতে এলাকার মানুষ রাস্তা উন্নয়ন কমিটি গঠন করে ডেপুটেশন, অবস্থান প্রভৃতির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে গত ২৬ মে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দেউলার মোড়ে বাসরাস্তা অবরোধের ডাক দিয়ে হাজার হাজার মানুষ অবরোধে নামেন। চার ঘণ্টা অবরোধ চলার পর উস্তি থানার পুলিশ অবরোধ ভাঙতে এসে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভের চাপে পিছিয়ে যায়। অবশেষে এস ডি ও'র প্রতিনিধি এসে ১৫ দিনের মধ্যে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে নেতৃবৃন্দ অবরোধ তুলে নেন। এই অবরোধ আন্দোলনের জয়ে জনগণের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে পথ অবরোধ

বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে ৬ জুন জেলার তিনটি থানায় পথ অবরোধ করা হয়। রাণীনগরের পথ অবরোধ পুলিশ ভেঙে দেয়। ইসলামপুর বাসস্ট্যাণ্ডে যাত্রী-সাধারণও সামিল হয়ে দীর্ঘ কয়েকঘণ্টা অবরোধ চালান। একইদিন পথ অবরোধ করা হয় ভগবানগোলার নেতাজী মোড়ে।

বর্তমানে বিদ্যুৎমাশুল যা দাঁড়াচ্ছে

সি-ই-এস-সি

ইউনিট	হাইকোর্টের রায়ে যা ছিল (টাকা)	বর্তমানে যা হচ্ছে (টাকা)
গৃহস্থ		
২৫	৪৩.২৫	৪৯.৫০
৬০	১২৪.৮০	১৩৯.৮৪
১০০	২৪৯.৭০	২৭৪.৭০
২০০	৬৪৫.২০	৬৯৫.২০
৩০০	১০১৭.০০	১০৯২.০০
৫০০	২৫০১.০০	২৬২৬.০০
বাণিজ্যিক		
১০০	৩৯০.৬০	৪৪০.৬০
২০০	৯১২.৬০	১০১২.৬০
৩০০	১৪৫৮.৬০	১৬০৮.৬০
শিল্প		
৫০০	১৬১৫.০০	১৮৬৫.০০
১০০০	৪১৩৫.০০	৪৬৩৫.০০

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

গৃহস্থ		
২৫	৪০.০০	৫৩.০০
৬০	১০৯.২৫	১৪০.৪৫
১০০	২০১.২৫	২৫৩.২৫
২০০	৩৯২.২৫	৫৮৫.২৫
৩০০	৬৮২.২৫	৯২৭.২৫
৫০০	১৬৮৭.২৫	২০৩১.০০
বাণিজ্যিক		
১০০	২৪৪.০০	৩৪৯.০০
২০০	৬৮৮.০০	৮০১.০০
৩০০	১৩১৮.০০	১৫০১.০০
শিল্প		
৫০০	১২২৫.০০	১৪৪৫.০০
১০০০	২০২৫.০০	৩৬০৫.০০

মুর্শিদাবাদে মর্মান্তিক শিশুমৃত্যু
এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ, পুলিশের লাঠিচার্জ

মুর্শিদাবাদ জেলায় একের পর এক শিশুমৃত্যুর প্রতিবাদে ১১, ১২ ও ১৩ জুন এস ইউ সি আই মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি নানাস্থানে বিক্ষোভ ও অবরোধ করেছে। ব্যাপক সংখ্যায় শিশুমৃত্যু বন্ধ করার দাবি জানাতে গিয়ে পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হয়েছে এস ইউ সি আই কর্মীরা।

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা এবং পরে জঙ্গীপুরের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি মতে আজ পর্যন্ত ৪৪ জন শিশু মারা গেছে অজানা জ্বরে। বেসরকারি মতে এই সংখ্যা ৫৪ জনের বেশি। বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে প্রায় ২৫০ জন শিশু এই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন। গ্রামে-গঞ্জে আরও অসংখ্য শিশু এই জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে। সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা এই শিশুদের মৃত্যুর দায়িত্ব গ্রামীণ হাতুড়ে ডাক্তারদের অজ্ঞতার ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ বিজন মণ্ডল এই শিশুমৃত্যুকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন কলকাতা বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতালের শিশু-মৃত্যুর ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র। মুর্শিদাবাদ জেলার অজানা জ্বরে অর্ধশতাধিক শিশুমৃত্যুর ঘটনা রাজ্যবাসীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ২৬ বছরে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার মর্মান্তিক শোচনীয় চেহারা। ৫৪ জন শিশুমৃত্যুর পরও রাজ্য সরকারের এখনও পর্যন্ত কোন উৎকণ্ঠা উদ্যোগ নেই। সংবাদে প্রকাশ — "এখনও পর্যন্ত সরকারকে তেমন নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছে না। পুণের বিশেষজ্ঞদের মুর্শিদাবাদ জেলায় যাওয়ার আগে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসারেরা এই সমস্যার প্রতি কলকাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন কিনা, সেই বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর নীরব। জেলার উপ-স্বাস্থ্য আধিকারিক বুধবার মুখ খুলতে রাজি ছিলেন না 'মহাকরণের নিষেধাজ্ঞা' আছে বলে।" (আনন্দবাজার ১৩ জুন, ২০০৩) শিশুদের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে এসে পুনের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি'র বিশেষজ্ঞরা রাজ্য সরকারের গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। "জঙ্গীপুরের মতো লালগোলাতেও চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল, শিশুদের টিকা দেওয়ার কাজটিও অবহেলিত। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ছিঁটেফোঁটা স্বাস্থ্য পরিষেবাও না পাওয়ায় ক্ষোভে সরব হলেন মৃত ও আক্রান্ত শিশুদের অভিভাবকরা" (ঐ)।

সরকারি উদাসীনতা ও অবহেলায় এই শিশুমৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে এবং আক্রান্ত শিশুদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চিকিৎসার সুব্যবস্থার দাবিতে এস ইউ সি আই মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১১ জুন জঙ্গীপুর এস ডি ও'র কাছে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। ১২ জুন বহরমপুর জেলা সদর হাসপাতালের সুপারকে দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে এই শিশুমৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার এবং শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল এনে বিনা পয়সায় শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দাবি করা হয়। এরপর মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অফিসে বিক্ষোভ মিছিল গেলে, সি এম ও এইচ অফিস ছেড়ে পালিয়ে যান। এখানে স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি করা হয় (ক) চিফ মেডিকেল অফিসারকে অপ-সারিত করতে হবে (খ) শিশুদের জন্য ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট খুলতে হবে এবং (গ) মৃত শিশু-দের পরিবার প্রতি ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এস ইউ সি আই লালবাগ আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে এস ডি এম ও-কে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। শিশুদের চিকিৎসা না করে হত্যা করার প্রতিবাদে ঐ বিক্ষোভে স্থানীয় মানুষও সামিল হন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সুব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন।

ঐ দিনই ভগবানগোলায় নেতাজী মোড়ে পথঅবরোধে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। একজন ছাত্রীসহ ১৫ জন আহত হয়। তিনজন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

মুর্শিদাবাদে শিশুমৃত্যুর প্রতিবাদে গত ১৪ জুন কলকাতায় আর জি কর মেডিকেল কলেজে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ জানাচ্ছে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ডাক্তার ও নার্সরা।

প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরাজি পুনঃপ্রবর্তন

গণআন্দোলনের এক বিরাট সাফল্য

সংবাদপত্রের রিপোর্টে বেরিয়েছে, সি পি এম নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত করেছেন, আগামী বছর প্রথম শ্রেণী থেকেই তাঁরা এ রাজ্যে ইংরাজির পাঠ ফিরিয়ে আনবেন। এই জয় পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের ইতিহাসে বিরাট সাফল্য হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। প্রাথমিক স্তরে ইংরাজির পাঠ ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত প্রথম তাঁরা ১৯৯৯ সালেই ঘোষণা করেছিলেন এবং সেটা করেছিলেন গণআন্দোলনের চাপেই। কিন্তু জনগণের ন্যায্য দাবির কাছে নতিস্বীকারে বাধ্য হয়েও তাঁরা গায়ের জোরে ইংরাজি চালু করেছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে, তখনও প্রথম শ্রেণী থেকে নয়। এবার তাঁরা প্রথম শ্রেণী থেকে চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজি ভাষশিক্ষা ও পাশ-ফেল প্রথা (পরীক্ষা ব্যবস্থা) তুলে দেবেন বলে, ১৯৭৭ সালে সরকারে বসার পর যেদিনই সি পি এম নেতারা ঘোষণা করেছিলেন, প্রায় সেদিন থেকেই এর প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করেছিল এস ইউ সি আই, যা ১৯ বছর ধরে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে ব্যাপৃত করে একটা ঐতিহাসিক জনআন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। শিক্ষার দাবিতে এত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের কোনও তুলনা স্বাধীন ভারতের কোথাও নেই। এই দাবিতে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি বাংলা বন্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটা মাইল ফলক হয়ে আছে। এর দুটি বৈশিষ্ট্যই বিরাট তাৎপর্যময়। প্রথমত, বাংলা বন্ধ ডাকা হল শিক্ষার দাবিতে, যার কোনও নজির ইতিপূর্বে ছিল না। দ্বিতীয়ত, ঐ বন্ধে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াও ছিল দেখার মতো। কোথাও কোনও জোরজুলুম হয়নি, হুমকি দেয়নি কেউ, বন্ধ ব্যর্থ করতে সরকার বেশি সংখ্যায় বাস-ট্রাম চালালেও জনগণ তাতে চড়েননি। এভাবেই জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উনিশ বছর ধরে আন্দোলনের নানা কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এবং বন্ধকে সফল করে সরকারি শিক্ষানীতিকে প্রত্যাখ্যান করার জোরালো আওয়াজ সরকারের ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এ ছিল তাঁদের জীবনে এক স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা। সংঘবদ্ধ জনগণের শক্তি কত বিশাল, তা দেখে জনগণই আনন্দিত হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। এরপরই সরকার প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি ফেরাবার ঘোষণা করতে বাধ্য হল। গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার দাবি আদায় করা তথা আন্দোলনের বিজয়ের এই ইতিহাস এ রাজ্যের মানুষ বহুদিন ধরে মনে রাখবেন।

জনগণেরই দাবি

এবার প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরাজি ফিরিয়ে আনার সংবাদ প্রকাশ হতেই বহু মানুষ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পথে-ঘাটে সর্বত্র বলেছেন "সরকার শেষপর্যন্ত এস ইউ সি'র দাবি মানতে বাধ্য হল"। আসলে এই দাবি ছিল জনগণের। এস ইউ সি আই-এর মধ্য দিয়ে জনগণের দাবিই উচ্চারিত হয়েছে। আবার দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গতি ও শক্তি পেয়েছে জনগণের অংশগ্রহণের দ্বারাই। এর এক একটি পর্যায়ের সাথে ছোট বড় অসংখ্য সংগ্রামের কাহিনী জড়িয়ে আছে।

কঠিন লড়াই

আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বপ্রথম কাজ ছিল সরকারি সিদ্ধান্তের সর্বনাশা চরিত্রকে উদ্‌ঘাটিত করা। সি পি এম সরকারের ভাষা-শিক্ষানীতি যে ভ্রান্ত এবং একে প্রত্যাহার করাতে না পারলে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাজীবনে যে চরম ক্ষতি হবে — এই সত্য জনমনে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল প্রথম কাজ। যে ক্ষতিটা রাজ্যের জনগণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরে অনায়াসে বুঝতে পেরেছেন, সেটা শুরুতে আজ থেকে ২৪/২৫ বছর আগেকার পরিস্থিতিতে, যখন সি পি এমের পিছনে প্রবল জনসমর্থন, তখন জনগণকে দিয়ে উপলব্ধি করানো সহজ ছিল না। সবচেয়ে বড় বাধা ছিল সি পি এম দলের শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের ক্রমাগত মিথ্যা ও বিকৃত তথ্যের প্রচার, যা জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে বারবার। তদুপরি, সি পি এম দলের রাজনীতি ও আচার-আচরণের সাথে পরিচিত মানুষ জানেন, ওরা যুক্তির বদলে কুৎসা এবং সত্যের বদলে বাহুবলকেই বেশি আশ্রয় করে। এবং কুযুক্তির জাল ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজেও ওদের বিশেষ দক্ষতা স্বীকৃত। এর কোনটাই কমিউনিস্ট বা মার্কসবাদী দলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয় এবং তা হতেও পারে না; এগুলি দক্ষিণপন্থী ও ফ্যাসিস্ট দলেরই চরিত্রলক্ষণ।

জনমতকে বিভ্রান্ত করতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সেদিন তাঁরা বলেছিলেন, যারা এই আন্দোলন গড়ে তুলছে তারা মাতৃভাষায় শিক্ষার বিরোধী। অথচ আন্দোলনের দাবি ছিল, শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমেই হবে যতদূর সম্ভব। দেশের সমস্ত ভাষার উন্নতি বিধানে সমান সুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে। আর মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরাজি শেখাতে হবে। বাস্তবে পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যমও মাতৃভাষাই ছিল। অথচ সত্যের বিকৃতি ঘটিয়ে তাঁরা বলেছিলেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্যই নাকি প্রাথমিক স্তরে তাঁরা ইংরাজি তুলে দিচ্ছেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা বলেছিলেন, মাতৃভাষা ছাড়া দ্বিতীয় অন্য কোন ভাষাশিক্ষা ক্ষতিকারক, এর ফলে মাতৃভাষা শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়। বরং প্রাথমিক স্তরে শুধু মাতৃভাষা শিখলে মাধ্যমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষা শিখতে সুবিধা হয়। অথচ ভাষাবিজ্ঞানীরা পরীক্ষালব্ধ সত্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন, ৪ থেকে ১১ বছর বয়স হল ভাষাশিক্ষার উপযুক্ত সময় এবং এ বয়সেই শিশুরা মাতৃভাষার সঙ্গে অন্য একাধিক ভাষা সবচেয়ে সহজে আয়ত্ত করতে পারে। মাও সে-তুং শিশু বয়সে ইংরাজি শিক্ষা সম্পর্কে দলের কর্মীদের বলেছিলেন, "আপনারা নিশ্চয় ইংরাজি শিখবেন। নির্দিষ্ট স্কুল শিক্ষা আমার হয় নি। ফলে আমার বিদেশি ভাষা শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বিদেশি ভাষাটা অল্প বয়সেই শিখতে শুরু করা উচিত। কারণ মানুষের মধ্যে তখন থাকে নবীনতা। প্রাথমিক স্কুলেই এ ভাষা শিক্ষা শুরু করা উচিত।" (রেডগার্ডদের পত্রিকা, মিংপাও-এর ২০-১২-৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত) এইসব বক্তব্য বারবার বলা সত্ত্বেও সেদিন তারা কর্ণপাত করেননি। অথচ সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের ইংরাজি শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলেও ধনী ব্যক্তিরা তো বটেই এইসব নেতারাও নিজেদের ছেলেমেয়েদের ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়িয়েছেন এবং সেইসব স্কুলের পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। ফলে বামফ্রন্টের এই নীতি ধনী পরিবার আর সাধারণ পরিবারের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্যকেই বাড়িয়েছে।

তৃতীয়ত, ইংরাজি ভাষা শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁরা বলেছিলেন, এ ভাষা বিদেশি, সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষা। অথচ ভাষা হচ্ছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের যেমন কোন শ্রেণীচরিত্র নেই, ভাষারও তেমনি কোন শ্রেণীচরিত্র নেই। ভাষার চরিত্র ব্যাখ্যা করে স্ট্যালিন বলেছেন, "কোন সমাজের পুরানো বা নতুন কোন বিশেষ একটি সমাজভিত্তি থেকে ভাষার জন্ম হয়নি। বহু শতাব্দী ধরে সমাজ বিবর্তনের পথে এবং বিশেষ বিশেষ সমাজভিত্তির বিবর্তনের মধ্য দিয়েই ভাষার জন্ম। সমাজের কোন বিশেষ একটি শ্রেণী ভাষা সৃষ্টি করেনি, সমগ্র সমাজ, সমাজের সকল শ্রেণী তথা শত শত যুগের মানুষের প্রয়াসের দ্বারাই ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের কোন বিশেষ একটি শ্রেণীর প্রয়োজন পূরণ করতে ভাষার সৃষ্টি হয়নি, সমগ্র সমাজ, সমাজের সকল শ্রেণীর প্রয়োজনেই ভাষার সৃষ্টি। ...জনসাধারণের মধ্যে আদানপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে ভাষার কার্যকর ভূমিকা এটাই যে, তা সমাজের অপরাপর শ্রেণীগুলির স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে বিশেষ একটি শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করেনি, বরং সমগ্র সমাজ, সমাজের সকল শ্রেণীর স্বার্থেই কাজ করেছে। বস্তুত এর থেকেই বোঝা যায়, কি করে একটি ভাষা একই সাথে পুরানো ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থা এবং নতুন করে গড়ে ওঠা সমাজব্যবস্থা, পুরনো সমাজভিত্তি এবং নতুন সমাজভিত্তি, সমাজের শোষক ও শোষিত — উভয়কেই সমানভাবে সেবা করতে পারে। ... তাই (ক) একজন মার্কসবাদী কখনই ভাষাকে সমাজের ভিত্তির (base) উপরিকাঠামো (superstructure) বলে মনে করতে পারে না। (খ) ভাষা ও উপরিকাঠামোকে গুলিয়ে ফেললে মারাত্মক ভুল করা হবে। (গ) ভাষার শ্রেণীচরিত্রের ফর্মুলা ভ্রান্ত এবং এই ধারণাটি অমার্কসবাদী।'

আমরা আরও বলেছিলাম, ভাষা হল চিন্তার বাহন, ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। ভাষা ছাড়া যেমন আমরা চিন্তা করতে পারিনা, তেমনি উন্নত ভাষা ছাড়া উচ্চচিন্তাও সম্ভব নয়। উচ্চচিন্তা ও উন্নত ভাষা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে আয়ত্ত করা যায় না। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, একটা অনুন্নত ভাষা যখন উন্নত ভাষার সংস্পর্শে আসে তখন তার উন্নতিই ঘটে। উন্নত ইংরাজি ভাষার সংস্পর্শে এসেই বাংলা তার শৈশবকে অতিক্রম করে প্রবল বেগে যৌবনের শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। আমাদের দেশের সব ভাষার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ইংরাজি ভাষার উপস্থিতি ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষাকে গড়ে উঠতে বাধা তো দেয়ইনি, বরং সাহায্যই করেছে। তাই বাংলা ভাষা সহ ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষার আরও উন্নতির প্রয়োজনেই ইংরাজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এইসব বক্তব্য শুধু আমাদের দল নয়, দেশের বরেণ্য ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বারবার বলা সত্ত্বেও তাঁরা সেইসব বক্তব্যের গুরুত্ব তো দেনইনি, বরং বলেছেন চাষি-মজুরের এত ইংরাজি শেখার দরকার কি? গরিবের ছেলে ইংরাজি শিখে কি করবে? অথচ, মার্কসবাদ এতটুকু বুঝলে তাঁরা বুঝতে পারতেন সত্যের সাধনা ছাড়া, জ্ঞানার্জন ছাড়া, বিপ্লবী আন্দোলন এক পাও এগোতে

চারের পাতায় দেখুন

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ মহাকরণ অভিযান। মিছিলের পুরোভাগে ডঃ সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী, শঙ্কর প্রসাদ মিত্র, বাণী রায়, মানিক মুখার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কংগ্রেস, বিজেপি'র ভাষাশিক্ষা নীতিকেই অনুসরণ করছে সিপিএম

তিনের পাতার পর

পারে না। বিপ্লবের জন্যই শ্রমিকশ্রেণীকে যুক্তিতর্কের কারবার করতে হয়, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। তাই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, সত্যকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার সবচাইতে বেশি প্রয়োজন আজ শোষিতশ্রেণীর। অথচ সঙ্কটগ্রস্ত প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ সাধারণ মানুষের যে শিক্ষার সুযোগকে ক্রমাগত খর্ব করতে চাইছে, তাঁরা তাঁদের কাজ ও আচরণের দ্বারা পুঁজিবাদের সেই কাজেই সাহায্য করেছেন।

সি পি এমের চিন্তা ও ভূমিকা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত

২৪ বছর পর প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি ফিরিয়ে আনার সরকারি সিদ্ধান্তের উপর লেখা একটি নিবন্ধে জনৈক সাংবাদিক বন্ধু মন্তব্য করেছেন, "সাধারণত আমাদের দেশের কমিউনিস্ট নেতারা তাঁদের ভুলগুলো এত অল্প সময়ের মধ্যে বুঝতে পারেন না। ...ইংরাজির ক্ষেত্রে এমন একটা মারাত্মক ভুল অনেক কম সময়ে স্বীকার ও সংশোধন করে বুদ্ধ-অনিল জুটি যে অ-কমিউনিস্টসুলভ আচরণের জন্য গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে নাম তোলার দাবিদার হয়ে গেলেন, তাতেই বা আর সন্দেহ কী!" প্রাথমিকে ইংরাজি পড়ানোর প্রশ্নে অশোক মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রবল বিরুদ্ধ মতকে ঐ সাংবাদিক বন্ধু "স্তালিনবাদী ডায়নোসর" বলে অভিহিত করেছেন। স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, এই সাংবাদিক বন্ধুই বেশ কিছুদিন আগে এই দৈনিক পত্রিকাতেই একটি নিবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, "সি পি এমকে মার্কসবাদী বললে, পশ্চিমবঙ্গে কোনও পাগলেও তা বিশ্বাস করবে না।" এরপরও তিনি কোন্ যুক্তিতে সি পি এম নেতাদের কমিউনিস্ট ও তাঁদের দলকে মার্কসবাদী বলে অভিহিত করেন? মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়নে শিক্ষার কী বিপুল প্রসার ও উন্নতি ঘটেছিল তা ইতিহাসে লেখা আছে, আগ্রহী ব্যক্তিমাত্রই জেনে নিতে পারেন। সি পি এম দলের যেসব বুদ্ধিজীবী 'শ্রেণীসংগ্রামের' কথা বলে প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার প্রবল বিরুদ্ধতা করেছেন, তাঁদের কৃতকর্মের সাথে তথা সি পি এম দলের শিক্ষা ধ্বংসের পরিকল্পনার সাথে স্ট্যালিনের নাম যুক্ত করে দেওয়া কি অনৈতিক নয়?

বস্তুত, সি পি এম দলের সাথে মার্কসবাদী শব্দটা জুড়ে থাকায় তাদের যাবতীয় অপকর্মকে "মার্কসবাদীদের কাজ" "কমিউনিস্টদের কাজ" বলে দেখানোই এখন বুর্জোয়া রীতি হয়েছে। মার্কসবাদকে মসীলিপ্ত করতে এটা করাচ্ছে সেই বুর্জোয়াশ্রেণীই যারা এখন সি পি এমের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। এসব কথা সাংবাদিক বন্ধুরা একেবারে জানেন না তা নয়।

"ভুল করেছি" বললেই অপরাধ স্খালন হয় না।

একথা ঠিক, ভুল মানুষমাত্রেরই হয় এবং ভুল সকলেই করতে পারে। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভুলের খেসারত দিতে হয় দেশের জনগণকেই। ফলে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হয়। বিরুদ্ধ মত ও যুক্তিকে গায়ের জোরে উড়িয়ে না দিয়ে নিজের মতকে তার পরিপ্রেক্ষিতে বারবার বিচার করে দেখতে হয়। শিক্ষানীতির মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটা রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিছক 'ভুল করেছি' বলে পার পেয়ে যেতে পারেন না। প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি ও পরীক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়ার পরিণামে এ রাজ্যের কয়েকটি প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাজীবনে যে চরম ক্ষতি করা হয়েছে তার দায়িত্ব সি পি এম নেতৃত্বকেই নিতে হবে। 'ভুল করেছি' বললেই এই অপরাধের ক্ষমা হয়ে যায় না।

কংগ্রেস-বিজেপি'র নীতিই অনুসরণ করছে সি পি এম

কোনও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে "ভুল" ধরা পড়লে, প্রকৃত মার্কসবাদীরা শুধু 'ভুল করেছি' বলে দায়িত্ব সারে না। তারা ভুলের চরিত্র নির্ধারণ করে। সেই চেষ্টা সি পি এমের সৎ কর্মীরা করলে তাঁরা দেখবেন, এই নীতির মধ্যে শোষিত মানুষের স্বার্থ নয়, শোষক বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থই কাজ করেছে। স্বাধীন ভারতে 'আংরেজি হঠাও'-এর প্রবক্তা হচ্ছে কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ রায়ের কংগ্রেস সরকারের বসানো হিমাংশু বিমল দত্ত মজুমদার কমিশনেরই সুপারিশ ছিল, প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজি তুলে দিয়ে তা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে চালু করা। সি পি এম ১৯৭৭ সালে সরকারে বসে, কংগ্রেস সরকারের সেই সুপারিশই কার্যকর করেছে। 'আংরেজি

সাতের পাতায় দেখুন

শিক্ষা আন্দোলনের ২১ বছর

(১৯৭৮ থেকে ১৯৯৮ একুশ বছর ধরে একটানা আন্দোলনের ঘটনাক্রমিক বিবরণ দেওয়া গেল না। শহরে-গ্রামে অসংখ্য ঘটনা, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের কঠিন সংগ্রামের নানা কাহিনী বলা গেল না। শুধু কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিই এখানে তুলে ধরা হল)

১৯৭৭, ১৩ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকারের সিলেবাস কমিটির বৈঠকে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক ইংরাজি ভাষা শিক্ষা বাতিলের প্রস্তাব পেশ। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (বি পি টি এ) কর্তৃক সরকারি প্রস্তাবের বিরোধিতা।

১৯৭৭-৭৮ ঃ বি পি টি এ কর্তৃক অসংখ্য প্রতিবাদ সভা ও কনভেনশন। বুদ্ধিজীবী-শিক্ষাবিদদের স্বাক্ষর সংগ্রহ।

১৯৭৮, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার হাজি মহম্মদ মহসীন স্কোয়ারে একটি সভায় 'শিক্ষা সংকোচনবিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটি' গঠিত।

৯ জুন ঃ কলকাতার ত্রিপুরা হিতসাধনী হলে সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের 'শিক্ষা সংকোচনবিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটি'র সভা। উদ্দেশ্য — সরকারি শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মপন্থা নির্ধারণ।

১৯৭৯, ১৫ জুন ঃ ভাষা শিক্ষা সহ ২২ দফা দাবিতে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে কলকাতায় আইন অমান্য। পুলিশের নৃশংস আক্রমণ। আহত ৫০০। গুরুতর আহত ২০০। গ্রেপ্তার ৬৫০০।

১৭-১৮ জুলাই ঃ ডি এস ও'র উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে 'সারা বাংলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি' গঠন।

১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ডি এস ও'র আহবানে কলকাতার রাজপথে অভূতপূর্ব ছাত্রমিছিল ও এসপ্ল্যানেডে বিশাল ছাত্র অবস্থান।

১৫ নভেম্বর ঃ মহাজাতি সদনে কেন্দ্রীয় কনভেনশন। বক্তা — ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ।

১৯৮০, ১৯ মার্চ ঃ 'ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক যুক্ত কমিটি'র উদ্যোগে বিধানসভা অভিযান।

৩০ সেপ্টেম্বর ঃ বেকার হলে কেন্দ্রীয় কনভেনশন। বক্তা — সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ।

১৯৮১, ৮ জানুয়ারি ঃ কলকাতার খোলা রাজপথে বরেণ্য শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও ডাক্তারদের অবস্থান।

২ ফেব্রুয়ারি ঃ ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখের নেতৃত্বে মহাকরণ অভিযান। জনসাধারণের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান এবং প্রচার।

১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের আইন অমান্য। কারাবরণ করলেন ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাক্তন বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, ডঃ অরবিন্দনাথ বসু, সাহিত্যিক মনোজ বসু, শৈলেশ দে, বাণী রায়, বাণী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মহিলা দিবসে সাহিত্যিক প্রতিভা বসু, অধ্যাপক গৌরী আইয়ুব, জননেত্রী প্রতিভা মুখার্জী প্রমুখের নেতৃত্বে হাজার হাজার মা-বোনের কারাবরণ।

১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ শিক্ষক-শিক্ষিকা দিবসে সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, অধ্যাপক সুবীর বসুরায় প্রমুখের নেতৃত্বে শিক্ষক অধ্যাপকদের আইন অমান্য ও কারাবরণ।

২০ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রমিক কৃষক দিবসে কয়েক হাজার শ্রমিক কৃষকের আইন অমান্য ও কারাবরণ।

২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাত্র-যুবদের আইন অমান্য।

২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ **বামফ্রন্ট সরকারের নতিস্বীকার।** ঘোষণা — '৮১ সালে ইংরেজি তোলা হবে না, ইংরেজি বহাল থাকবে।

৬ মে ঃ জেলায় জেলায় গণআইন অমান্য। জঙ্গীপুর, বহরমপুর ও বসিরহাটে আইন অমান্যকারীদের উপর পুলিশের লাঠি। ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ গ্রেপ্তার।

১৯৮২ ঃ সরকার ইংরেজি বাতিলের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করল।

১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ডাকে ত্রিশ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর আইন অমান্য।

মার্চ ঃ মার্চ মাসব্যাপী জেলায় জেলায় ডি আই অফিসগুলিতে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের বিক্ষোভ, অবস্থান, ধর্ণা।

২৩ আগস্ট ঃ এসপ্ল্যানেড ইস্টে দশ হাজারেরও বেশি প্রাথমিক ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের নজিরবিহীন সমাবেশ। ভাষণ দেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, বাণী রায়, শৈলেশ দে, সন্তোষকুমার ঘোষ, মানিক মুখার্জী প্রমুখ।

৮-৯ অক্টোবর ঃ প্রাথমিক স্কুলে স্কুলে ছাত্র ধর্মঘট। ধর্মঘট ভাঙতে সি পি এম সমাজবিরোধী ও পুলিশের আক্রমণ।

১৯৮৩, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ তীব্র প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে দশ সহস্রাধিক মা-বোনের ঐতিহাসিক প্রতিবাদ মিছিল।

১৯৮৮, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতার সিধু-কানহু ডহরে হাজার হাজার মহিলার বিক্ষোভ অবস্থান।

৩০ সেপ্টেম্বর ঃ সারা বাংলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে বিশ হাজার ছাত্রছাত্রীর রাইটার্স অভিযান।

১৯৮৯, ৮ জানুয়ারি ঃ শিক্ষা সংকোচন বিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটির ডাকে মহাজাতি সদনে সারা বাংলা শিক্ষা সম্মেলন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশাল মিছিল ও বিধানসভা অভিযান।

৫ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতায় বিশ সহস্রাধিক মানুষের গণআইন অমান্য।

১৯৯১, ১-১০ অক্টোবর ঃ এসপ্ল্যানেড ইস্টে হাজার হাজার শিশু ছাত্রছাত্রীর অবস্থান।

১৯৯২, ১৪ জানুয়ারি ঃ সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট।

১৯৯৪, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ৫০ হাজারেরও বেশি শিশুর এসপ্ল্যানেডে অবস্থান।

১৯৯৫, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সেভ এডুকেশন কমিটির ঐতিহাসিক মহামিছিল।

১৯৯৬, ১৭ ডিসেম্বর ঃ ১ কোটি ১২ লক্ষেরও বেশি মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি সহ লক্ষ মানুষের মহামিছিল, রাইটার্স অভিমুখে। শিক্ষার দাবিতে এত বিশাল মিছিল এদেশে পূর্বে কখনো হয়নি।

২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ সহস্র ছাত্র-যুবকের এক সুদৃশ্য পদযাত্রা। উত্তর কলকাতায় দেশবন্ধু পার্ক থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ কলকাতা দেশপ্রিয় পার্কে শেষ হয়।

১৯৯৮, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এস ইউ সি আই-এর ডাকে সর্বাত্মক সফল বাংলা বন্ধ।

৮ মার্চ ঃ 'ইংরাজি ফেরানো হবেনা' — শিক্ষামন্ত্রীর এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ বিবৃতির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর ডাকে কলকাতায় ধিক্কার মিছিল।

২-৩ এপ্রিল ঃ জেলায় জেলায় এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ, পুলিশের লাঠি, শত শত আহত ও গ্রেপ্তার।

৫ মে ঃ এস ইউ সি আই কর্তৃক পবিত্র সরকার কমিশন বয়কটের ডাক।

১৮ ডিসেম্বর ঃ এস ইউ সি আই-এর আহ্বানে কলকাতায় আইন অমান্য, পুলিশের বর্বর লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস। আহত ২৭২।

১৯৯৮, ২১ ডিসেম্বর ঃ বিধানসভায় সরকারের ঘোষণা — প্রাথমিকে ইংরাজি পুনঃপ্রবর্তন করা হল। পড়ানো হবে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে।

২০০৩ জুন — সংবাদপত্রের খবর — প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরাজির পাঠ ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত করেছেন সি পি এম নেতৃত্ব।

ধর্মঘটে অচল পেরু
গণপ্রতিরোধ ভাঙতে জরুরি অবস্থা

২ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের ছোট্ট দেশ পেরু। দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশে তীব্র গণআন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দিতে সে দেশের প্রেসিডেন্ট আলেজান্দ্রো টোলেরাডো এক মাসের জন্য জরুরি অবস্থা জারি করে সমস্ত ক্ষমতা পুলিশ-মিলিটারির হাতে তুলে দিয়েছে। জরুরি অবস্থায় দেশের পার্লামেন্টে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ থাকবে, স্থগিত থাকবে সমস্তরকম নাগরিক অধিকার। এই সময়ে পুলিশ-মিলিটারি বিনা ওয়ারেন্টে ধর্মঘটীদের গ্রেপ্তার করে জেলে আটক রাখতে পারবে। দোষীদের ধরার নামে ঘরে ঘরে তল্লাসি চালাবার জন্য তাদের কোন অনুমতি নিতে হবে না। জরুরি অবস্থায় প্রশাসন নাগরিকদের স্বাধীন চলাফেলার উপরও বিধিনিষেধ চাপাতে পারে।

আর্থিক সঙ্কটে জেরবার সকল অংশের ও পেশার মানুষ এবার ব্যাপক ধর্মঘটে নেমেছিল। রাজধানী লিমা-র ২৫০ কিমি উত্তরপশ্চিমে ছয়ারমে শহরের কাছে ধর্মঘটীরা ৩০০ কিমি দীর্ঘ প্যান আমেরিকান হাইওয়েতে অবরোধ গড়ে তুলে রাজধানী লিমাকে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। দীর্ঘ ১০ দিন এই অবরোধ চলেছে। পুলিশ- মিলিটারি অবরোধ ভাঙতে গেলে স্থানীয় মানুষ হাতের কাছে যা পেয়েছে, তা নিয়েই পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়. পুলিশ-মিলিটারির সঙ্গে স্থানীয় মানুষের কয়েকবার ব্যারিকেড যুদ্ধও হয়। সাধারণ মানুষ আহত হয়েও প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। পুলিশ-মিলিটারি হঠে যেতে বাধ্য হয়। এরপরই প্রেসিডেন্ট জরুরি অবস্থা জারি করে বল্গাহীন দমনপীড়নের ক্ষমতা দিয়েছে পুলিশ মিলিটারির হাতে।

পেরুর বিভিন্ন পেশার মানুষ বিভিন্ন ইস্যুতে ধর্মঘটে নেমেছে। কৃষকরা ধর্মঘটে নেমেছে বিদেশ থেকে কৃষিপণ্য আমদানির ওপর নিয়ন্ত্রণাদেশ আরোপ, দেশীয় পণ্যের উপর বিক্রয়কর কমানো এবং জলকর তুলে নেবার দাবিতে। তারা তাদের দাবির সমর্থনে উপকূল সংলগ্ন হাইওয়ে অবরোধ করে রাখে। মিলিটারি ও পুলিশ বলপূর্বক অবরোধ ভাঙতে এলে ধর্মঘটী কৃষকদের সঙ্গে মিলিটারি ও পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়।

শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করার ফলে স্কুল-কলেজের ফি বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছে গরিব ঘরের ছাত্রছাত্রীরা। তাই শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবিতে ১২ই মে ধর্মঘটে নেমেছেন ৩ লক্ষ শিক্ষক। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ধর্মঘট চলবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তাঁবু খাটিয়ে গত ১৫ দিন ধরে ধর্ণা চালাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট আলেজান্দ্রো টোলেরাডো ২৭ মে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করলে পুলিশ ও মিলিটারি ২৮ মে কাক-ভোরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হানা দিয়ে ঘুমন্ত শিক্ষকদের টেনে-হিঁচড়ে মিলিটারির জীপে তুলে অজানা স্থানে যাত্রা করে। ধর্মঘটী শিক্ষকদের সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পথে নেমেছে। ২ জুন দক্ষিণ পেরুর পুনো শহরে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষে একজন পুলিশ কর্মী নিহত এবং ৫০ জন ছাত্র ও পুলিশ কর্মী আহত হয়েছে।

স্বাস্থ্যকর্মীরা ধর্মঘট করছে স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে। কোর্ট কর্মচারীরা ধর্মঘটে নেমেছে বেতনবৃদ্ধির দাবিতে। বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কিছু দিনের মধ্যে দেশের পুলিশ বাহিনীকেও ধর্মঘটে দেখা যাবে, কারণ 'তারা যে বেতন পায় তা খুবই শোচনীয়, তা দিয়ে সংসার চলে না' মন্তব্য করেছেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার কর্ণেল দিনো বাকা।

(সংবাদসূত্র ঃ দি হিন্দু ২৯ মে, ও দি ইকনমিস্ট (লণ্ডন) ৭ জুন ২০০৩)

ইরাক
মার্কিন ও ব্রিটিশ দখলদারদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিকদের লড়াই অব্যাহত

দখলদার মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনাদের ইরাক থেকে তাড়ানোর জন্য সপ্তাহ দুয়েক আগে দেশপ্রেমিক ইরাকিরা ন্যাশনাল ইরাকি লিবারেশন অর্গানাইজেশন (NILO) নাম দিয়ে একটি প্রতিরোধ সংগঠন গঠন করেছে। NILO-র পক্ষ থেকে দেওয়া একটি বিবৃতি যা আরবি ভাষী আল জাজিরা টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, অদ্যাবধি তাদের হাতে ২০ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে এবং আটটি মার্কিন ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

মার্কিন দালাল সরকারের কেউকেটা হয়ে বসার বাসনা নিয়ে যেসব প্রবাসী ইরাকি মার্কিন ট্যাঙ্কে চেপে ইরাকে আসছে তাদেরকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে এই বিবৃতিতে। তাদের আদেশ করা হয়েছে, অতি সত্বর তারা যেন তাদের দখল করা সরকারি ভবনগুলি খালি করে দেয়। সেই সঙ্গে জেনারেল গার্নারকে (পল ব্রেমারের পূর্ববর্তী ইরাকে নিযুক্ত মার্কিন প্রশাসক) হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, ইরাকের তেল শিল্পকে গ্রাস করার চেষ্টা হলে তাঁকে হত্যা করা হবে।

(সংবাদসূত্র ঃ দি নিউ ওয়ার্কার (লণ্ডন) ২৫ এপ্রিল ২০০৩)

এ এফ পি জানাচ্ছে, বাগদাদের উত্তরপূর্বের শহর আলসামারাতে রাতের টহলদার একদল মার্কিন সেনার উপর অতর্কিতে হামলা হলে মার্কিন পদাতিক ডিভিশনের ৫ জন ও মেরিন ডিভিশনের ২ জন সেনা সহ মোট ৭ জন মার্কিন সেন নিহত হয়। আক্রমণকারীরা একটা বিশাল ট্রাকে চেপে এসেছিল। গত এক সপ্তাহে বিভিন্ন সংঘর্ষে আল সামারা ও হাববানিয়া সংলগ্ন অঞ্চলে ৩২ জন মার্কিন সেনা নিহত ও ৫০ জন সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

অপর একটি ঘটনায় গত সপ্তাহে বাগদাদের কাছে মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি তেলের ডিপোতে পরপর কয়েকটি গ্রেনেড ছুঁড়ে মারা হলে তেলের ডিপোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি তেল ট্যাঙ্কার ভস্মীভূত হয় এবং তেলের ডিপোটিতে আগুন ধরে যায়। (সংবাদসূত্র ঃ দি স্টেটসম্যান, ২০-৫-২০০৩)

২৬ মে চোরাগোপ্তা গেরিলা আক্রমণ ও সড়ক যুদ্ধে নিহত হয়েছে দুই মার্কিন সেনা। মার্কিন বাহিনীর সেণ্ট্রাল কমাণ্ড জানিয়েছে, বাগদাদ বিমানবন্দরমুখী সড়ক পথে মার্কিন সেনাদের একটি গাড়ি মাটিতে পোঁতা মাইন বিস্ফোরণে উড়ে যায়। তাতে একজন সেনা নিহত ও তিনজন আহত হয়েছে। এ ঘটনার আগে বাগদাদ শহরের ১৯২ কিমি উত্তর পশ্চিমে হাদিতাহ শহরের কাছে মার্কিন বাহিনীর আটটি পণ্যবাহী ট্রাকের এক কনভয়ের ওপর রকেট চালিত গ্রেনেড এবং মেশিনগান হামলা চালায় একদল ইরাকি। এই হামলায় মার্কিন পণ্যবাহী ট্রাকগুলি প্রায় ভস্মীভূত হয়ে গেছে, নিহত ৫ জন ও আহত হয়েছে ৮ জন।

(সংবাদসূত্র ঃ আজকাল, ২৮-৫-২০০৩)

২৭ মে মধ্যরাতে একদল সশস্ত্র ইরাকি যুবক টহলদার মার্কিন সেনাদের উপর অতর্কিতে গুলি চালালে দুইজন মার্কিন সেনা নিহত হয়। রাজধানী বাগদাদ শহর থেকে ৫০ কিমি পশ্চিমে ফালুজা শহরে এ ঘটনা ঘটেছে। সেনারা পাল্টা গুলি চালালে দুজন আক্রমণকারী মারা যায়। ৫ম করপখ-এর মুখপাত্র মেজর র‍্যাণ্ডি মার্টিন জানিয়েছেন, ফালুজা চেক পয়েন্টে একটি সন্দেহজনক মোটর গাড়িকে টহলদার সেনারা থামানো মাত্র গাড়ির আরোহীরা ছোট ছোট আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালাতে থাকে। নয় জন মার্কিন সেনা আহত হয়। সেনারা পাল্টা গুলি চালালে দীর্ঘক্ষণ দুপক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। দুজন ইরাকি যুবক মারা যায়। ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান মার্টিন।

গত মাসে এই ফালুজা শহরেই মার্কিন সেনারা বিক্ষোভকারীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ১৮ জনকে হত্যা করে। ৭৮ জন আহত হয়েছে, আহতদের মধ্যে ছিল বহু শিশু ও কিশোর।

(সংবাদসূত্র ঃ এ পি, এ এফ পি ২৮-৫-২০০৩)

সমাজতান্ত্রিক কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে গত ১২ জুন রাজধানী হাভানায় স্পেনীয় দূতাবাসের সামনে লাখে লাখে মানুষ বিক্ষোভ দেখায়। সম্প্রতি সাম্রাজ্যবাদী জোট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদ শিরোমণি আমেরিকার মতই কিউবার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভুয়া অভিযোগ এনে অর্থনৈতিক অবরোধের পটভূমি তৈরির যে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে এই বিক্ষোভ মিছিল তার বিরুদ্ধে কিউবার জনগণের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। 'ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হোক' স্লোগানে মুখরিত এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন ৭৬ বছরের প্রবীণ নেতা, রাষ্ট্রপতি ফিদেল কাস্ত্রো।

মার্কিন সেনা কর্তৃক মসজিদ থেকে টাকা চুরির বিরুদ্ধে ১৩ জুন বাগদাদে প্যালেস্টাইন হোটেলের সামনে ইরাকি জনগণের বিক্ষোভ

রেল বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে গ্রীসে পথ অবরোধ

গত ৯ জুন গ্রীসের প্রায় ১০ হাজার রেল শ্রমিক প্রস্তাবিত রেল বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে মধ্য এথেন্সের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ করে। দীর্ঘ ২২ ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলে। স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অবরোধকারীদের পাশে দাঁড়ায়। পরে রায়ট পুলিশ জবরদস্তি অবরোধ সরাতে গেলে অবরোধকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে ১২ জন ছাত্র ও ৫ জন রেল শ্রমিক আহত হন। পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদে ১০ জুন গ্রীসে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়েছে।

(সংবাদসূত্র ঃ এ এফ পি, ১০ জুন ২০০৩)

মুক্তবাণিজ্য কি গরিবি দূর করে?

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষের গরিবি দূর করতে পেরেছিল, অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছিল। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটার পর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থকরা বলল, সমাজতন্ত্র ব্যর্থ, এবং মানুষের গরিবি ও বেকারি দূর করবার জন্য সমাজতন্ত্রের প্রয়োজন নেই, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই তা পারবে। বিভিন্ন পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলোর উন্নতিও পুঁজিবাদী পথে ঘটবে। কী করে তা সম্ভব? এক কথায় উত্তর এসেছে — দেশে দেশে মুক্ত ও অবাধ বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে।

আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা বলল — সোভিয়েট সমাজতন্ত্রই ছিল দুশমন, তা যখন আর নেই, তখন বিশ্বের সকল সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলো আমরা ভাই ভাই, আমরা এখন মুক্ত দুনিয়ার বাসিন্দা, আমাদের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই। আমরা মিলে মিশে নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করব, আমাদের সকলের উন্নয়ন রুখবে কে? তবুও দ্বন্দ্ব দেখা দিলে ভাইয়ে ভাইয়ে যেন তা মিটিয়ে নিতে পারে, সেজন্য 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা' (WTO) গঠন করা হল, ১৯৯৪ সালে তা নানা নিয়মকানুন তৈরি করে পাকাপোক্ত রূপও পেল। দিকে দিকে মুক্তবাণিজ্যের পক্ষে জয়ধ্বনি উঠল। আমাদের দেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা ব্যাখ্যা করে করে জনগণকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, মুক্তবাণিজ্য ব্যবস্থায় শুধু ভারতের বড় বড় ব্যবসায়ী ও পুঁজির মালিকরা লাভবান হবে তা নয়, একেবারে হদ্দ গরিবেরও কপাল খুলে যাবে, মুক্ত বাণিজ্যের সিঁড়ি বেয়ে তারা তরতরিয়ে উপরে উঠে যাবে। এসব কথা শুনতে শুনতে গড়িয়ে গেছে ১০/১২ বছর, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বয়স হল ৯ বছর, যা খুব কম নয়। কিন্তু এই ক'বছরে বিশ্বে মুক্ত বাণিজ্যের কী হাল হয়েছে, গরিবের কতটা কপাল খুলেছে, তার একটু তালাশ নেওয়া দরকার।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বিশ্ব বাণিজ্যের হালহকিকতের মূল্যায়ন করার জন্য এবং তার চেয়েও বড় কথা বাণিজ্যকে 'আরও মুক্ত', 'আরও অবাধ' করার জন্য ২/১ বছর অন্তরই বৈঠকে বসে। তেমনই একটা বৈঠক নিয়ে যখন তোড়জোড় চলছে, সে সময় মুক্ত বাণিজ্যের ফলাফল নিয়ে একটা সমীক্ষার রিপোর্ট বেরিয়েছে। নোবেলজয়ী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের নেতৃত্বে এই সমীক্ষায় কী বলা হয়েছে, দেখা যাক।

গোটা নববইয়ের দশকে বিভিন্ন দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের হিসাব থেকে দেখা গেছে, টাকার মূল্যে যত রপ্তানি করা হয়েছে তাকে জনসংখ্যার মাথাপিছু ভাগ করলে বিশ্বের ধনী দেশগুলির ক্ষেত্রে মাথাপিছু রপ্তানি মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১,৯৩৮ ডলার। মাঝারি ধনী দেশগুলির ক্ষেত্রে এটা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৮ ডলার, আর যাদের গরিব দেশ বলা হয় তাদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু রপ্তানি মূল্য দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫১ ডলার। ইতিপূর্বে একটা সমীক্ষা দেখিয়েছিল, দৈনিক ১ ডলারেরও কম আয় করে বিশ্বে এমন মানুষের সংখ্যা ৮০'র দশকে ছিল ১১০ কোটি। অমর্ত্য সেনের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, আজও সংখ্যাটা একই আছে, কমেনি।

নিম্ন আয়সম্পন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বাস করে বিশ্বের ৪০ শতাংশ মানুষ, অথচ বিশ্ববাণিজ্যে এই দেশগুলির মাত্র ৩ শতাংশ ভাগ রয়েছে, বিশ্ব বাণিজ্যে কেনা-বেচা থেকে ১ ডলার আয় হলে, এই দেশগুলি পায় মাত্র ৩ সেন্টস্। ধনী (সাম্রাজ্যবাদী) দেশগুলিতে বিশ্বের মাত্র ১৪ শতাংশ মানুষ বাস করলেও বিশ্বের মোট উৎপাদন মূল্যের (GDP) ৭৫ শতাংশেরই ভাগীদার হচ্ছে ধনী দেশগুলি।

বহুজাতিক বা ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানিগুলির ভূমিকা সম্পর্কে সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এরা গরিব দেশগুলির মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করছে। বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের লোভ দেখিয়ে এই কোম্পানিগুলো জোর করে চাপ দিয়ে গরিব দেশগুলিতে অর্থনীতির দরজা অতিদ্রুত খুলিয়ে নিয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ঐসব দেশের শ্রমিকদের যথেচ্ছ লুঠ করছে, শোষণ করছে, দেশের সরকারগুলো অন্ধ সেজে হাত গুটিয়ে থাকছে।

সমীক্ষা রিপোর্টের এটুকু অংশই সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। অমর্ত্য সেনের সমীক্ষা কিন্তু তা সত্ত্বেও মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষেই রায় দিয়েছে। তিনি মনে করেন, বাণিজ্য যদি সুষ্ঠু ও অবাধভাবে হয়, তবে গরিব দেশের ও গরিব মানুষের উন্নয়ন ঘটা সম্ভব, তাই তিনি তেমন একটা ভাল বাণিজ্য ব্যবস্থা খাড়া করার পরামর্শ দিয়েছেন। এঁদের চিন্তার গলদ এখানেই। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থাকবে, অথচ তার মধ্যে 'মুক্ত বাণিজ্য' ব্যবস্থা কায়েম হবে — এই চিন্তাই অলীক। এই ব্যবস্থায় যে বাণিজ্য আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে তাতে লুঠ ও লাভ করবে তারাই যাদের পুঁজির জোর বেশি।

রেশন দরে কেরোসিন দাবি

এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৩ জুন এক বিবৃতিতে বলেন —

"১০% ডি-এ বাকি রেখে মাত্র ৪% দিয়ে রাজ্য সরকার কর্মচারী ও শিক্ষকদের প্রতারণা করছে।

সঙ্কটগ্রস্ত চা-শ্রমিকদের রেশন দরে কেরোসিন সরবরাহ বন্ধ করে সরকার তাদের তীব্রতর সঙ্কটে ঠেলে দিল।

আমরা সরকারের এই শ্রমিক- কর্মচারী বিরোধী সিদ্ধান্ত দুটি বাতিল করে কর্মচারী ও শিক্ষকদের প্রাপ্য সম্পূর্ণ ডি-এ দেওয়ার এবং রেশন দরে চা-শ্রমিকদের কেরোসিন সরবরাহের সিদ্ধান্ত বহাল রাখার দাবি করছি। আমরা সরকারের এই শ্রমিক বিরোধী সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছি।"

বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে

বারাসতে বিক্ষোভ

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে ৯ জুন বারাসাতে ডি-এম দপ্তরে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। বারাসাত রেলস্টেশন চত্বর থেকে পাঁচ শতাধিক মানুষের দৃপ্ত মিছিল জেলা শাসকের দপ্তরে পৌঁছলে বিশাল পুলিশবাহিনী মিছিলের গতিরোধ করে। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমল সেনের নেতৃত্বে পাঁচ জন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের কাছে দাবিপত্র সম্বলিত স্মারকলিপি দেন। দাবিপত্রে পর পর চারবার পেট্রল-ডিজেলের মূল্যহ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছর আগস্ট মাসে এবং এবছর এপ্রিল মাসে উপর্যুপরি বর্ধিত ভাড়া সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, বাসমালিকদের যথেচ্ছাচার এবং যাত্রী হয়রানি বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। ৭ জুন থেকে বাস ভাড়া কমানোর সরকারি ঘোষণা সত্ত্বেও নতুন চার্ট না পাওয়ার অজুহাতে বাস মালিকরা বাড়তি ভাড়াই নিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে আন্দোলন গড়ে উঠলে, যাত্রীদের চরম দুর্ভোগে ফেলার জন্য মালিকরা ৮৬নং, ৮১নং রুটের বাস তুলে নেয়। কিছু বাসের গন্তব্য কলকাতা না দেখিয়ে জেলারই কোন জায়গা দেখিয়ে অতিরিক্ত ভাড়াও তারা আদায় করে নিচ্ছে। ভাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে ৯০% বাড়ানো হয়েছে। এই সমস্ত দুর্নীতি, জালিয়াতি এবং যাত্রী হয়রানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি জানানো হলে জেলাশাসক এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। ডেপুটেশন শেষে কলোনি মোড়ে একটি জনসভা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমল সেন, কমরেড অনুকূল ভদ্র এবং প্রধান বক্তা জেলা সম্পাদক কমরেড সদানন্দ বাগল। কমরেড বাগল তাঁর ভাষণে পরিবহণের ভাড়াবৃদ্ধি, শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পরিষেবার চার্জবৃদ্ধি, বিদ্যুতের মাশুল-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দল ধারাবাহিকভাবে যে আন্দোলন গড়ে তুলছে তাতে সাধারণ মানুষকে সংগঠিতভাবে এগিয়ে আসতে আহবান জানান। তিনি বলেন, আন্দোলনের ফলেই আংশিক বাসভাড়া কমাতে বাধ্য হয়েছে সরকার, সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করাতে হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

উত্তর দিনাজপুরে ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্রআন্দোলনের জয়

কোচবিহার জেলার পর উত্তর দিনাজপুরে ছাত্র-অভিভাবকদের আন্দোলনের চাপে যথেচ্ছাচারী স্কুল কর্তৃপক্ষ মাথা নোয়াতে বাধ্য হল। উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘী থানার সাবধান উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলক-ভাবে সরকার নির্ধারিত ফি-র ৬ গুণ থেকে ৮ গুণ বেশি টাকা নিয়ে, এমনকি বিনা রসিদে ছাত্র ভর্তি করছিল। ফলে প্রধানত বিড়ি শ্রমিকদের ঘর থেকে আসা বহু ছাত্রই নতুন ক্লাসে ভর্তি হয়ে পড়াশুনার সুযোগ হারাতে বসেছিল। এ আই ডি এস ও-র জেলা কমিটির উদ্যোগে ছাত্র-অভিভাবকরা আন্দোলনে নেমে প্রথমে প্রধান শিক্ষকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। প্রধান শিক্ষক তাদের দাবি না মানায় ২৬ মে ছাত্র-অভিভাবকরা তাঁকে ঘেরাও করলে, তিনি শেষপর্যন্ত সরকার নির্ধারিত ফি নেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু পরদিন ভর্তির সময় তিনি অনুপস্থিত থাকেন। উল্টে সহ-প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে মস্তানবাহিনী আন্দোলনকারীদের মারধর করে। তিনজন অভিভাবক সহ ডি এস ও জেলা কমিটির সদস্য জামিরুল ইসলাম ও ললিত ওঁরাও আহত হন। এরপর আন্দোলকারীরা থানায় ঘটনাটি জানান এবং বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন দেন। শেষপর্যন্ত বিডিও-র হস্তক্ষেপে প্রধান শিক্ষক ছাত্র-অভিভাবকদের দাবি মেনে নিতে এবং সরকার নির্ধারিত ফি-তেই ছাত্রভর্তি করতে বাধ্য হন। অভিভাবকরা দাবি তুলেছেন ইতিমধ্যে ভর্তি করে নেওয়া ছাত্রদের অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ দিতে হবে।

সাবধান উচ্চবিদ্যালয়ে এই আন্দোলনের জয়ের পর ঐ থানারই রসাখোয়া হাইস্কুলে ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে স্কুলের কাউন্টার অবরোধ করে ছাত্র-অভিভাবকরা। এখানেও স্কুল কর্তৃপক্ষ মস্তান দিয়ে আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ডি এস ও জেলা কমিটির সদস্য নকুল রাম ও এস ইউ সি আই কর্মী মোক্তার আহমেদকে মারধর করে বার করে দেয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের অনমনীয়, স্বৈরাচারী আচরণ ছাত্র-অভিভাবকদের বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়। একইরকমভাবে ঐ থানারই বিন্দোল উচ্চ বিদ্যালয়েও অস্বাভাবিক ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠছে। এখানে স্কুল কর্তৃপক্ষ এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে নাম তোলার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে ছাত্রপিছু ১৩৬ টাকা আদায় করছে।

অর্থাৎ জেলায় জেলায় স্কুলে স্কুলে বস্তুত একই ছবি। বহু স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারি নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে, মর্জি-মাফিক মোটা অঙ্কের ফি আদায় শুরু করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই টাকা আদায় করা হচ্ছে বিনা রসিদে। এবং এর ফলে ঐ সমস্ত স্কুলে গরিব-মধ্যবিত্ত ছাত্রদের প্রায় ষাট-সত্তর শতাংশ স্কুলে ভর্তিই হতে পারছে না। যেখানেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠছে, কর্তৃপক্ষ প্রথম চেষ্টা করছে ভয় দেখিয়ে, মস্তান লেলিয়ে, মারধর করে আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেখানে ডি এস ও'র নেতৃত্বে আন্দোলন ছাত্র-অভিভাবক তথা এলাকার মানুষকে নিয়ে সংগঠিত রূপ নিচ্ছে, একের পর এক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত দাবি মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদ

এস ইউ সি আই ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনী কমিটির পক্ষ থেকে ১১ জুন এক বিবৃতিতে বলা হয় ঃ

"ত্রিপুরার সি পি এম ফ্রন্ট সরকার ১ জুলাই ২০০৩ থেকে বিদ্যুৎ মাশুল ৩৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রতি ইউনিট ৫০ পয়সা বৃদ্ধি করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এস ইউ সি আই তার তীব্র প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করছে। সরকার বিদ্যুতের মতো অতি আবশ্যক পণ্যের বারবার মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে সঙ্কট জর্জরিত সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি বোঝা চাপাচ্ছে। ২০০১ সালে বামফ্রন্ট সরকার পয়েন্ট ভিত্তিক লোড এসেস্‌মেন্ট বলে মাশুল ধার্য করায় অনেক গ্রাহককে বাড়তি মাশুল দিতে হচ্ছে। সরকারি অফিসগুলিতে বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ ও মাশুল আদায় এবং বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ না করে, মাথাভারি প্রশাসনিক ব্যয় কমানো এবং গ্যাস ভিত্তিক উৎপাদন-এর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন বৃদ্ধি না ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের চাপের অজুহাত দেখিয়ে এই মাশুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অবশ্যই জনবিরোধী। এই অন্যায় অযৌক্তিক মাশুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য এস ইউ সি আই সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছে। সাথে সাথে এই জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গ্রাহকদের নিকট আহবান জানাচ্ছে।"

গণআন্দোলনের এক বিরাট সাফল্য

চারের পাতার পর

হঠাও'-এর অপর প্রবক্তা হচ্ছে চরম দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি। কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ইংরাজি ভাষা শিক্ষার সাথে পাশ-ফেল ব্যবস্থাকেও বাতিল করতে চান এবং সেটা সি পি এম সরকারের মতো শুধু প্রাথমিক স্তরেই নয়, একেবারে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। কংগ্রেস-বিজেপি এটা কেন চায়? শোষিত মানুষের স্বার্থে শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করা কী তাদের রাজনীতি? আসলে গরিব-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের সামনে শিক্ষার ও উচ্চশিক্ষার দরজা বন্ধ করে দেওয়ার, অর্থাৎ তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত করে দেওয়ার যে মূল লক্ষ্য থেকে ভারতের শাসক-শোষক বুর্জোয়াশ্রেণী শিক্ষানীতি ও পরিকল্পনাকে সাজাতে চেয়েছে, ইংরাজি ভাষাশিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সাধারণ স্কুল থেকে বিসর্জন দেওয়ার নীতির মধ্যে সেই লক্ষ্যই কাজ করেছে। তাই দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম সরকারের শিক্ষানীতির পরিণামে শুধু ইংরাজি ভাষাশিক্ষার ভিত্তি দুর্বল হয়েছে তাই নয়, মাতৃভাষা শিক্ষাও দুর্বল হয়েছে, শিক্ষার মান নেমে গেছে, শিক্ষার সুযোগ ক্রমেই গরিব মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে গেছে। এবং বর্তমানে অবস্থা দাঁড়িয়েছে — 'যাদের পয়সা আছে, তারাই শিক্ষার সুযোগ পাবে।'

এস ইউ সি আই একটি প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল বলেই এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা যা ভারতবর্ষের মাটিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশেষীকৃত ও সুনির্দিষ্ট রূপ, তার দ্বারা এস ইউ সি আই পরিচালিত হয় বলেই, সি পি এম সরকারের শিক্ষানীতির শ্রেণীচরিত্র ও সর্বনাশা পরিণাম এস ইউ সি আই সূচনায় ধরতে পেরেছিল। এর বিরুদ্ধে প্রাণপণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

যাঁদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়

সি পি এম ও তাদের সরকার শেষ পর্যন্ত পরাজিত। গণআন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবির বিজয় ঘটল। এই মুহূর্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় সেই প্রবীণ ও বরেণ্য মানুষদের, যাঁরা সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের সর্বনাশা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে শুধু কলমই ধরেননি, বয়স ও রোগের ভার উপেক্ষা করে রাজপথে নেমেছিলেন গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে। এঁদের মধ্যে ছিলেন সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, প্রতুল গুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, অরবিন্দনাথ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, সন্তোষ কুমার ঘোষ, বাণী রায়, প্রতিভা বসু, গৌরী আয়ুব, শৈলেশ দে প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা। সেদিন সরকারি আক্রমণ থেকে শিক্ষাকে বাঁচাবার জন্য এইসব বরেণ্য ব্যক্তিরা রাজপথে মিছিল, অবস্থান ও আইন অমান্যে নেতৃত্ব দিয়ে যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গিয়েছেন, স্বাধীন ভারতে তার কোনও তুলনাই নেই। প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি শিক্ষা বাতিল করা, মাধ্যমিকের অকার্যকরী সিলেবাস তৈরি, ডিগ্রি স্তরে মাতৃভাষা সহ ভাষা শিক্ষার গুরুত্বকেই খাটো করে দেওয়া, 'কাজ চালাবার ভাষা শেখাই যথেষ্ট' এই সস্তার যুক্তি সাজিয়ে ভাষা শিক্ষার ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেওয়া প্রভৃতি সরকারি নীতি পদক্ষেপের মধ্যে এঁরা শিক্ষা সঙ্কোচনের পরিকল্পনারই পদধ্বনি শুনেছিলেন।

সরকারি উদ্দেশ্য যে সৎ নয়, সেটা আরও পরিষ্কার হয়েছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধিকারের উপর বামফ্রন্ট সরকারের আক্রমণ থেকে। শিক্ষানীতিতে সর্বনাশা পরিবর্তনগুলি ঘটাবার পথ পরিষ্কার করতেই সরকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে স্কুল স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ও শিক্ষণ পরিচালন সংস্থাগুলির স্বাধিকার কেড়ে নিয়ে সেখানে শাসকদলের লোকদের বসাবার পাকা ব্যবস্থা করে নেয়। গণতন্ত্রের নামে স্বাধিকার হরণের এই স্বৈরাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষাপ্রেমী বিশিষ্ট মানুষজন। এঁদের নেতৃত্বেই গড়ে উঠেছিল আন্দোলনের হাতিয়ার 'শিক্ষা সংকোচনবিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটি'। এই কমিটির ডাকে প্রবীণ মানুষরা পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায়, এমনকি গ্রামের মধ্যেও ছুটে গিয়েছেন মানুষকে বুঝিয়ে আন্দোলনে সামিল করাতে। সারা জীবনের শিক্ষাসাধনা থেকে এঁরা সরকারি শিক্ষানীতির মধ্যে ভবিষ্যৎ সর্বনাশের যে বিপদ দেখেছিলেন, সেটাই কালক্রমে রাজ্যের শিক্ষাজগতে দেখা দেয়। পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজও এই আন্দোলনে বিরাট অবদান রেখেছে। ছাত্রদের আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে শত শত "ছাত্র সংগ্রাম কমিটি" গড়ে উঠেছিল স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে।

শিক্ষাবিষয়ক নীতি ঠিক করার সময়, বিশেষ করে ভাষাশিক্ষার প্রশ্নে মৌলিক নীতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যেকোন দায়িত্বশীল দল ও সরকার শিক্ষার সাথে যাঁরা সংশ্লিষ্ট, প্রথিতযশা শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে যাঁরা সমাজের শ্রদ্ধেয়, তাঁদের সাথে মতবিনিময় করবেন, এটাই স্বাভাবিক রীতি, যদি না সেই সরকারের বিশেষ কোনও মতলব থাকে। সি পি এম নেতৃত্ব সরকারে বসেই শিক্ষার ক্ষেত্রে একটার পর একটা নীতিগত গুরুতর পরিবর্তন আনলেন, কিন্তু রাজ্যের বরেণ্য শিক্ষাবিদদের সাথে কোনও আলোচনারই প্রয়োজন মনে করলেন না। শিক্ষাবিদরা যখন রাস্তায় নামলেন, তখনও সরকার এঁদের সাথে আলোচনার প্রয়োজনবোধ করেনি। সরকার উপেক্ষার মধ্য দিয়ে এঁদের অপমান করে আন্দোলনকে দুর্বল করা যাবে বলে ধরে নিয়েছিল।

শিক্ষাবিদ্‌দের মতামত সি পি এম নেতারা শুনতে চাননি

জনৈক সাংবাদিক লিখেছেন, সি পি এম নেতা ও পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নাকি প্রাথমিকে ইংরাজি রাখার পক্ষে ছিলেন, এবং এই প্রশ্নে তাঁর সাথে তাঁর দলের বিরোধ ছিল। সি পি এম দলের অন্দরমহলের খবর আমরা জানিনা। তবে প্রকাশ্যে যা ঘটেছে, তাতে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জ্যোতি বসুকে আমরা দেখেছি, সুকুমার সেন প্রমুখ শিক্ষাবিদদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে অভিহিত করতে। উপেক্ষায় যখন আন্দোলনকে ভাঙা গেলনা, তখন সি পি এম নেতৃত্ব আশ্রয় নিয়েছিলেন কুৎসা ও অশালীন উক্তি করে বুদ্ধিজীবীদের হেয় করার। সি পি এম দলের এক নাট্যকার অভিনেতা বুদ্ধিজীবীকে দিয়ে ঐ প্রবীণ শিক্ষাবিদদের সম্পর্কে বলানো হয়েছিল 'ওরা দুর্বুদ্ধিজীবী', 'বটতলার বুদ্ধিজীবী"। আরও যা যা ভাষা এঁদের সম্পর্কে সেদিন ব্যবহার করা হয়েছিল, তার উল্লেখ করতেও আমাদের রুচি ও শালীনতায় বাধে। শুধু সি পি এম কেন, জনৈক কংগ্রেস নেতা (এখন তৃণমূল), সুকুমার সেনকে বলেছিলেন, 'আপনি এস ইউ সি'র ছাতার তলায় গেছেন।' সি পি এম ও কংগ্রেস নেতারা মনে করেছিলেন, জীবনে কখনও কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে ও রাজনীতির সাথে যুক্ত না থাকা ঐ প্রবীণ শিক্ষাবিদ এস ইউ সি দলের নাম শুনে আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবেন। কিন্তু তা না করে সুকুমার সেন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় জবাব দিয়েছিলেন, "এস ইউ সি তবু তো মাথায় ছাতা ধরেছে, লাঠি তো মারেনি।" এভাবে নানাজনের মাধ্যমেই সি পি এম নেতৃত্ব অন্যান্য শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের আন্দোলন থেকে দূরে সরাবার চেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু পারেননি। পরবর্তীকালে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যালের মত শ্রদ্ধেয় মানুষরা। এঁরা আজও শিক্ষার উপর কেন্দ্রের বা রাজ্যের সরকারি আক্রমণের বিরুদ্ধে একইরকমভাবে সজাগ ও সরব। প্রাথমিকে পরীক্ষা ব্যবস্থা সরকার বাতিল করায় বিকল্প বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা এঁদেরই নেতৃত্বে ১৯৯২ সাল থেকে এ রাজ্যে চলছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের পরিচালনায় এই বৃত্তি পরীক্ষায় এ বছর প্রায় তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। শিক্ষা আন্দোলনে এও এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

নতুন লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে

প্রাথমিকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার পুনঃপ্রবর্তন গণআন্দোলনের জয় সূচিত করেছে এবং প্রমাণ করেছে, একমাত্র গণআন্দোলনের পথেই জনগণের ন্যায্য দাবি আদায় করা সম্ভব। গণআন্দোলনের দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি পূরিত হলেও, সমগ্র শিক্ষার জগৎ আজ বহুদিক থেকে আক্রান্ত। গরিব ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেওয়ার বুর্জোয়া পরিকল্পনার হাত ধরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুল হারে ফি-বৃদ্ধির প্রবল আঘাত হানা হয়েছে। সি পি এম সরকার বলেছিল, শিক্ষাকে তারা গরিবের ঘরে পৌঁছে দেবে, ২৬ বছরের শাসনে তাদের নীতি ও ভূমিকার কল্যাণে হয়েছে ঠিক তার বিপরীত, শিক্ষা এখন দুর্মূল্য পণ্যে পরিণত। তার উপর নতুন করে স্কুলে কলেজে শিক্ষার ফি-বৃদ্ধি লক্ষ কোটি গরিব ও মধ্যবিত্তের শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগকেও কেড়ে নেবে। এখন লড়তে হবে তার বিরুদ্ধে। দিকে দিকে তার প্রস্তুতি শুরু হোক — এটাই আজকের দাবি।

> মহান স্ট্যালিন বলেছেন, ভাষার শ্রেণীচরিত্রের ফর্মূলা ভ্রান্ত এবং এই ধারণাটি অমার্কসবাদী

এস ইউ সি আই কর্মীর ওপর নৃশংস হামলা

একের পাতার পর

নেতৃত্বে ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়ে কুলতলি জয়নগর থেকে এস ইউ সি আই-কে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সি পি এম নেতৃত্ব। সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ার পর পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের প্রাক্কালে কুলতলি, জয়নগর, মথুরাপুরে ব্যাপক সমাজ-বিরোধী সমাবেশ ঘটিয়ে পঞ্চায়েত বোর্ড দখল করতে প্রয়াসী হয়েছে সি পি এম। এস ইউ সি আই-এর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি সি পি এম-এর এই কুৎসিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের সচেতন জনগণকে সোচ্চার হতে আহবান জানিয়েছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষের নিন্দা

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৪ জুন এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"ধর্ষণ, গণধর্ষণ এরাজ্যে বেড়েই চলেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসক দলের কর্মী ও আশ্রিত ক্রিমিনালরা এই বর্বর কাজে লিপ্ত থাকছে। ধর্ষণ ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যেও ঘটছে, কিন্তু রাজনৈতিক ধর্ষণ সিপিএম-ই এই রাজ্যে চালু করেছে। মধ্যযুগে সামন্তপ্রভুরা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য তাদের স্ত্রীদের ইজ্জতহানি করত। সিপিএম আজকে সেই রাস্তা নিয়েছে। এটাই সিপিএম-এর উন্নততর বামফ্রন্টের সংস্কৃতি। গদির লালসায় বামপন্থাকে বিসর্জন দিয়ে ধর্ষণ-খুন-সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এরাজ্যকে তারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আশা করি রাজ্যের নাগরিকরা এবং সিপিএম-এর সৎ কর্মী-সমর্থকরা ভেবে দেখবেন। আমরা দোষীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি দাবি করছি।"

জামসেদপুরে বিক্ষোভ

ঝাড়খণ্ড এস ইউ সি আই সিংভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে জনজীবনের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১২ জুন জামসেদপুরে ডেপুটি কমিশনারের দপ্তরে এক বিশাল মিছিল করে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। এর আগে ব্লকে ব্লকে অবস্থান, ধর্ণা, বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন প্রভৃতি ধারাবাহিক আন্দোলন পরিচালিত হয়।

১২ জুন পটকা, ডুমুরিয়া, মুসাবনী, ঘাটশিলা, চাকুলিয়া, জামসেদপুর সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সংখ্যক ছাত্র-যুব, মহিলা, শ্রমিক-কৃষক প্রখর রোদ ও গরমকে উপেক্ষা করে এই বিক্ষোভ মিছিলে যোগদান করেন। গণডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন কমরেডস্ রণজিৎ মোদক, বি বি দাস, সীতারাম টুডু, বিমল দাস, রুদ্র দাস ও সরলা মাহাতো। ডেপুটেশনে প্রদত্ত দাবিগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো এন সি ই আর টির পাঠ্যপুস্তক অবিলম্বে প্রকাশ, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, চাষিদের ফসলের উপযুক্ত মূল্য দেওয়া এবং কলকারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা প্রভৃতি। ডি সি দাবিগুলি পূরণ করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হবেন বলে আশ্বাস দেন।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ৪৪ সংখ্যা

কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী'র মৃত্যুতে

কমরেড নীহার মুখার্জীর শ্রদ্ধার্ঘ

আমাদের দলের প্রবীণ সদস্যদের কাছে শুধু নয়, বহু কর্মীর কাছেও অতি প্রিয় ও পরিচিত কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী গত ১৬ মে রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর সব থেকে বড় পরিচয় হল, আমাদের দল এস ইউ সি আই-র প্রতিষ্ঠাতা নেতা, শিক্ষক ও এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন '৪০ এর দশকে ভারতবর্ষে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট দল গঠনের ঐতিহাসিক সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তখন মুষ্টিমেয় যে কয়জন যুবক তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী ছিলেন তাঁদের একজন। দলের সূচনাপর্বের এই সংগ্রামে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তাঁর আদর্শনিষ্ঠা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং স্নেহপরায়ণ ও মধুর ব্যবহার সকলেরই সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করত।

কৈশোরেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। '৪০ এর দশকে যুক্ত হন প্রবীণ বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী কমরেড চিত্ত গুহ প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলকাতার 'কালচার ক্লাবে'। '৪২ এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে বিনাবিচারে বন্দী থাকেন। এই আন্দোলনে কমরেড শিবদাস ঘোষও বন্দী ছিলেন। '৪৫ সালে তিনি মুক্তি পাবার পরই কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী প্রথম তাঁর সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও সুমহান চরিত্রের দ্বারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। কমরেড শিবদাস ঘোষ অতীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী 'অনুশীলন সমিতি'র অগ্রণী সদস্য ছিলেন। '৪০ সালে আর এস পি দল গঠিত হওয়ার পর যখন 'অনুশীলন সমিতি'র অধিকাংশ সদস্যই আর এস পি-তে যুক্ত হলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ তার অব্যবহিত পর থেকেই আর এস পি-কে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি রূপে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে লেনিনীয় মূল সাংগঠনিক নীতিগুলির দৃঢ় ভিত্তিতে আর এস পি-র মধ্যে একটি তীব্র সমাজতান্ত্রিক আদর্শগত সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন এবং জেলের মধ্যেও তাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯৪৫ সালে কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জীও এই সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন।

সেই সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে জীবনের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে একটি সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গীণ দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশেষ করে বিপ্লবী সর্বহারা নৈতিকতা ও রুচি-সংস্কৃতির একটি সুবিশেষ ধারণার জন্ম দেওয়া ও তারই পাশাপাশি এই সংগ্রামজাত একদল জাত বিপ্লবীকর্মী তৈরি করার কঠিন সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন। এই সংগ্রামে কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী কমরেড শিবদাস ঘোষকে উল্লেখযোগ্যরূপে সাহায্য করেছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের পরিচালনায় কমরেডস্ মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, রথীন সেন, প্রীতীশ চন্দ প্রমুখ চিত্ত গুহ প্রতিষ্ঠিত 'কালচার ক্লাব'কে এই সর্বাত্মক আদর্শগত আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করার জন্য লেক টেম্পল রোডে স্থানান্তরিত করেন। এই ক্লাবকে কেন্দ্র করে অসংখ্য স্টাডি ক্লাস, স্টাডি সার্কেল পরিচালনার মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদী আদর্শগত চর্চার একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন এবং এর মধ্য দিয়েই একটি একটি করে কর্মী তৈরি করতে থাকেন। এই কাজে 'কালচার ক্লাব'কে কেন্দ্র করে আশেপাশের পাড়াগুলিতে ব্যাপক জনসংযোগ স্থাপনে কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী বিশেষ অবদান রাখেন। দর্শন বা রাজনীতির বিশদ তত্ত্ব আলোচনা না করেও কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী তাঁর স্বভাবসুলভ মাধুর্য দিয়ে আকৃষ্ট করে বহু স্থানীয় যুবককে কমরেড শিবদাস ঘোষের সান্নিধ্যে নিয়ে এসেছেন এবং এইভাবে পার্টির সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে যুক্ত এমন অনেক কর্মী আছেন যাঁরা আজও তাঁদের বিপ্লবী কর্তব্য পালন করে চলেছেন এবং যাঁদের কেউ কেউ নিজের সংগ্রামের দ্বারা আজ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেও আছেন।

আর এস পি-কে সত্যিকারের কমিউনিস্ট দলরূপে গঠনের জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রচেষ্টার সঙ্গে শীঘ্রই আর এস পি নেতৃত্বের মৌলিক বিরোধ দেখা দেয় এবং এই আদর্শগত সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রকাশিত হয় কমরেড শিবদাস ঘোষের সর্বপ্রথম অমূল্য পুস্তিকা — "ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রেভোলিউশনারি সোস্যালিজম"। এই বইটির প্রকাশক ছিলেন কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী। বইটিকে বাজেয়াপ্ত করে আর এস পি নেতৃত্ব '৪৬ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ ও তাঁর অনুগামীদের বহিষ্কার করে। দল গঠনের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে 'প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন অব এস ইউ সি আই' গঠিত হয় এবং এখানেও কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। সংগ্রামের এই নতুন এবং বর্ণনাতীত কঠোর পর্যায়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ ও তাঁর সহযোদ্ধারা বিচলিত না হলেও, তাঁদের ক্লেশ কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জীকে অত্যন্ত ব্যথিত করত। সুদীর্ঘ চেষ্টার পর তিনিই দক্ষিণ কলকাতার ১৬ জনক রোডে একটি ঘর খুঁজে বের করেন। '৪৬ সাল থেকে এইটিই হয় পার্টির প্রথম সেন্টার, যেখানে প্রথমে কমরেড শিবদাস ঘোষ এবং আমি থাকতাম। এইভাবেই কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী ধীরে ধীরে কমরেড শিবদাস ঘোষের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধাদের একজন হয়ে উঠতে থাকেন।

১৯৪৮ সালে জয়নগরে দলের প্রতিষ্ঠা কনভেনশনে তিনি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। দলের সূচনাপর্বে এবং তাকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামের পর্যায়ে বিপ্লবী আদর্শের প্রতি অবিচলিত প্রত্যয় এবং নেতৃত্বের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্যের কত উন্নত মান আয়ত্ত করার ফলে তিনি এই জায়গায় আসতে পেরেছিলেন, তা বলা বাহুল্য। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরূপে কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগণায়, বিশেষত দমদম অঞ্চলে, তিনি দলের বিস্তৃতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও তাঁর অবদান ছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষের পরিচালনায় তিনি সুদীর্ঘ চেষ্টার পর ১৯৫০-৫১ সালে প্রায় ১০,০০০ সদস্যবিশিষ্ট বার্ড কোম্পানী লেবার ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইউনিয়নের উপদেষ্টা কমরেড শিবদাস ঘোষ, সভাপতি কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক তিনি নিজে ছিলেন। ক্যালকাটা গল্‌ফ ক্লাবের শ্রমিক ইউনিয়নেরও তিনি সভাপতি ছিলেন।

পার্টির যে গুরুদায়িত্ব তিনি এইভাবে দীর্ঘকাল যাবৎ বহন করে এসেছিলেন, ধীরে ধীরে পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে জড়িয়ে পড়ায় পরবর্তীকালে তিনি তা করতে পারেননি, এ কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সংসারে থেকেও বিপ্লবী আদর্শ ও দলের প্রতি অসীম মমত্ব ও শুভাকাঙ্ক্ষা তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত অবিচলিত ছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তিনি দূরে সরে যাননি এবং প্রতিবেশী জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার তাঁর একটি সহজাত এবং অনুসরণীয় গুণ ছিল। বিরাটিতে থাকাকালীন প্রতিবেশীরাই উত্তর দমদম মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে তাঁকে নির্দল কাউন্সিলাররূপে জয়ী করে আনেন। স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন, তাদের অনুপ্রেরণা ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সবসময় সাহায্য করেছেন। তাদের কাছ থেকে দলের অগ্রগতি, আন্দোলনের বিস্তার সম্পর্কে নিয়মিত জানবার জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে থাকতেন। ১৯৯৯ সালে সেরিব্রাল অ্যাটাক এবং অপারেশনের পর চলাফেরা অত্যন্ত সীমিত হয়ে যাওয়ার পরও এই ধারা যতদূর সম্ভব তিনি বজায় রেখেছেন। নিজে গুরুতর অসুস্থ হয়েও কর্মীদের এবং বিশেষত অতীতের সহযোদ্ধা দলের বর্ষীয়ান নেতাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তিনি উদ্বিগ্ন থাকতেন ও নিয়মিত খোঁজ নিতেন।

তাঁর আর একটি গুণের দিক আমি উল্লেখ করতে চাই। অতীতের সহযোদ্ধা বর্ষীয়ান কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতিই শুধু নয়, তাঁরই মাধ্যমে একদিন দলের সাথে যুক্ত হয়ে যে বয়ঃকনিষ্ঠ কর্মীরা আজ নিজ গুণে দলের কেন্দ্রীয় নেতায় পরিণত হয়েছেন, সকলের প্রতিই তাঁর ছিল একই অনাবিল প্রীতি ও স্নেহ এবং শ্রদ্ধাবোধ। এই বিরল মূল্যবোধ ও হৃদয়বৃত্তি ব্যতিরেকে কারুর মধ্যে কখনও খাঁটি বিপ্লবী চরিত্র গড়ে উঠতে পারেনা। তাঁর কাছ থেকে এই দিকগুলোই শিক্ষণীয়।

কমরেড শিবদাস ঘোষের একদিনের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা ও আমৃত্যু দলের একান্ত শুভানুধ্যায়ী কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী তাঁর গুণাবলী ও অবদানের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যেই থাকবেন।

কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী
লাল সেলাম

কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী স্মরণসভা

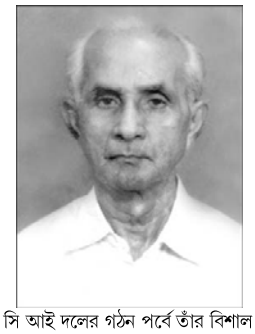

দলের কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে গত ৮ জুন ২০০৩ দমদম বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর জীবন সংগ্রামের শিক্ষণীয় দিকগুলি তুলে ধরে একটি লিখিত শ্রদ্ধার্ঘ পাঠান। শ্রদ্ধার্ঘটি পৃথকভাবে ছাপা হল।

স্মরণসভার কাজ পরিচালনা করেন কমরেড ব্যানার্জীর ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী অধ্যাপিকা মঞ্জু গুহ। প্রয়াত কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধীর ব্যানার্জী। সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর পক্ষে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, কলকাতা জেলা সম্পাদক এবং স্মরণসভার প্রধান বক্তা কমরেড মানিক মুখার্জী কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মাল্যদান করেন দলের রাজ্য কমিটির পক্ষে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষে সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড ছায়া মুখার্জী ও রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা কমরেড সাধনা চৌধুরী, দলের কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড কালিকা মুখার্জী এবং স্মরণসভার সভানেত্রী অধ্যাপিকা মঞ্জু গুহ। এরপর প্রয়াত কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর সংগ্রামী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সকলে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীতটি পরিবেশনের পর সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কমরেড নীহার মুখার্জী প্রেরিত শ্রদ্ধার্ঘটি পাঠ করেন কমরেড সাধনা চৌধুরী। প্রয়াত কমরেড ব্যানার্জীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষক সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ৩৩ বছরের ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও, এতদিন জানতে পারিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ও বিশেষত এস ইউ সি আই দলের গঠন পর্বে তাঁর বিশাল ভূমিকার কথা। কমরেড নীহার মুখার্জী প্রেরিত শ্রদ্ধার্ঘ থেকে তা জানলাম। বুঝলাম তিনি কতটা আত্মপ্রচার বিমুখ ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে আমরা হারালাম এলাকার সত্যিকারের একজন অভিভাবককে।

সভানেত্রী অধ্যাপিকা মঞ্জু গুহ বলেন, তাঁর কোন রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা ছিল না। অন্যের বক্তব্য শুনতেন কিন্তু নিজের বক্তব্য কখনও জোর করে আরোপ করতেন না। তাঁর প্রয়াণ আমার কাছে আত্মীয় বিয়োগের মতই ব্যথার।

এরপর সভার প্রধান বক্তা কমরেড মানিক মুখার্জী কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর সংগ্রামী জীবনের নানা শিক্ষণীয় দিকগুলি এবং তাঁর চরিত্রের নানা গুণের দিকগুলি তুলে ধরে বলেন — বিপ্লবীদের অবস্থান জনসাধারণের মধ্যে। কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী কখনো পরিবারের সীমার মধ্যে থাকেন নি। সর্বদা সামাজিক কাজে, বিশেষত যুবকদের উৎসাহিত করেছেন। দল গঠনের শুরুতে যখন খাওয়া থাকার জায়গা নেই, সেই কঠোর সংগ্রামের মধ্যেই তিনি বহু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এই জনসংযোগের পিছনে ছিল মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা।

দলে বহু কমরেড রিক্রুট করার ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান ভূমিকার উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানের কমরেডদের জনসংযোগ বাড়াতে হবে।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে স্মরণসভার কাজ শেষ হয়।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net